ভয় ভীতি ও শাস্তি নয়
গাড়ি চালকদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

৩১ মার্চ '১৭ সকাল ১০টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তন, 'ঢাকা জেলা ট্যাক্সি ট্যাক্সি কার, অটোটেম্পু, অটোরিক্সা চালক শ্রমিক ইউনিয়ন' এর উদ্যোগে 'দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে হালকা যানবাহন চালকদের ভূমিকা ও তাদের জীবনমান' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শাহাজালাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি জাহেদুল হক মিলু, সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী,বিলস এর প্রোগ্রাম অফিসার অ্যাড. নজরুল ইসলাম ও সংগঠনের কার্যকরি সভাপতি মজিবর রহমান।

প্রস্তাবনা বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল। সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে হালকা যানবাহন চালকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও রাষ্ট্র তাদের উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখছেনা। পরিবহন ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, সড়ক নির্মাণের ত্রুটি ও সংস্কারের ব্যার্থতা, আইনের যথাযথ প্রয়োগ না করা কিংবা চালক-শ্রমিকদের বর্তমান জীবনমানের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে কোন উদ্দ্যোগ না নিয়ে শুধু চালকদের উপর দায় চাপিয়ে এবং তাদের কঠিন শাস্তির আইনি ফাঁস পরিয়ে দুর্ঘটনা রোধ করা যাবেনা। দুর্ঘটনা রোধে সরকারি ব্যবস্থাপত্র দেখে মনে হয় দুর্ঘটনার একমাত্র কারণ চালক!

মোটর গাড়ির শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাস-জিপ হালকা যানবাহনের শ্রেণিভুক্ত এবং চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স হালকা যানবাহনের জন্য প্রদান করা হলেও হালকা যানবাহন চালক হিসেবে ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করার অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত। বিআরটিএ'র সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী সারাদেশে হালকা যানের সংখ্যা সাড়ে আট লাখ এর মধ্যে ঢাকা শহরেই সাড়ে চার লাখের বেশি হালকা যানবাহন রেজিস্ট্রেশন করা আছে। হিসাব অনুযায়ী প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার কার ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৬৬টি, মাইক্রোবাস ৬৮ হাজার ৯৯২টি, পিকআপ ৬২ হাজার ৮৮৩ টি, ট্যাক্সি ক্যাব ৩৬ হাজার ৪৯৭টি, জিপ ৩৩ হাজার ৬৭টি, অটোটেম্পো ১ হাজার ৬৬৪টি, অ্যাম্বুলেন্স ২ হাজার ৭৬৩টি, অটোরিক্স ৯ হাজার ২১টি ঢাকা মহানগরে চলছে। অত্যাধুনিক এবং সর্বশেষ মডেলের গাড়ি থেকে শুরু করে প্রায় বাতিল হওয়া গাড়ি চলছে এই শহরে। এসব গাড়ি চালানোর জন্য চালকদের লাইসেন্স দিয়ে থাকে বিআরটিএ। শ্রম আইন অনুযায়ী যারা মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন তাঁরা শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হবে। শ্রমিকদের কাজের শর্ত, অধিকার, মজুরি, কর্মঘণ্টা, ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মাবলী, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, অপরাধের শাস্তি, নিরাপত্তা সম্বলিত ২১টি অধ্যায় ও ৩৫৪টি ধারা নিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধিত ২০১৩ প্রবর্তন করা হয়েছে। আইনের প্রারম্ভে বলা হয়েছে, ভিন্নরূপ কিছু নির্ধারিত না থাকিলে এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বাংলাদেশের নিবন্ধিত ১৭ লাখ গাড়িচালকের অর্ধেকের বেশি হালকা যানবাহনের চালক হলেও তাঁরা শ্রম আইন অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার বঞ্চিত। তাদেরকে ভিন্ন নামে সংগঠন করতে হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গাড়ি চালানো একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। এর জন্য প্রয়োজন দক্ষতা, সতর্কতা, অখণ্ড মনোযোগ এবং শারিরীক সক্ষমতা। একটি ৫০ কিলোমিটার বেগে চলমান গাড়ি প্রতি সেকেন্ডে ৪২ ফুট অতিক্রম করে। ফলে শহরে স্বাভাবিক গতিতে চলতে গেলেও প্রতিমুহূর্তে সতর্ক থাকতে হয়। হাইওয়েতে ৮০ কিলোমিটার বেগে যে গাড়ি চলে তা সেকেন্ডে যায় ৬৭ ফুট। কাজেই শারিরীক সক্ষমতার সাথে সাথে মানসিকভাবে প্রশান্ত থাকা একজন চালকের জন্য খুবই প্রয়োজন। কিন্তু গাড়ি চালকদের কর্মঘণ্টা কত হওয়া উচিত তা নিয়ে দেশে কোন সঠিক গবেষণা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সাধারণত ১২ ঘণ্টার বেশি একজন চালককে গাড়িচালানোর কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়। তাদের বিশ্রামের ব্যাবস্থা যে প্রয়োজন এটা অনেকসময় ভাবনাতেও আনে না নিয়োগ কর্তা মালিক। তারা রাতে প্রয়োজনীয় সময়মত ঘুমাতে পারে কিনা সেটা কেউ ভাবে না। চাকরির নিশ্চয়তা নেই, যে কোন সময় চাকরি চলে যেতে পারে। ছুটির

নিয়ম নেই, অসুস্থতা একটি অযোগ্যতা বলে বিবেচিত। সড়ক-মহাসড়কের এক-তৃতীয়াংশ ভাঙ্গা। যানজট আর গাড়ির যাত্রী তথা মালিকের নির্দেশনা সাবধানে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। অথচ দুর্ঘটনা হলে সকল দায় চালকের। মৃত্যুবরণ করলে পরিবারের কি হবে তা যেমন দুশ্চিন্তার কারণ, আহত পঙ্গু হয়ে থাকলে সারাজীবন সংসারে বোঝা হয়ে থাকতে হবে এ ভাবনাও সবসময় তাড়া করে। দুর্ঘটনার ফলে নিহত আহত হলে ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা, পুনর্বাসন নিয়ে কোন ব্যবস্থা নেই। একজন চালক যে গাড়ি চালিয়ে সমাজের কাজের গতি বাড়ায় সে কখনো কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে শুধু যে তার জীবনের গতি থেমে যায় তাই নয়, তার সংসার অচল হয়ে পড়ে। গাড়ি চালিয়ে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর কাজ যে চালকেরা করে তাদের জীবনের গন্তব্য হয়ে পড়ে অনিশ্চিত। এরকম মানসিক চাপে থাকে বলে তাদের পক্ষে সবসময় ভালভাবে দায়ীত্ব পালন করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

গাড়ি চালকদের মজুরি কাঠামো বলে কিছু নেই

ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করেই সাধারণত গাড়ি চালকরা চাকরিতে নিয়োজিত হয়। তাদের কোন মজুরি কাঠামো নেই বলে বেতন নির্দিষ্ট নয়। এটি এমন একটি পেশা যেখানে অভিজ্ঞতা দক্ষতার মূল্যায়নের কোন ব্যবস্থা নেই। বয়স বৃদ্ধির সাথে অভিজ্ঞতা বাড়লেও চাকরির প্রমোশন তো দূরের কথা বরং বেশি বয়স হয়েছে বলে চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়ার আতঙ্ক বাড়ে। পাঁচ-দশ বছর চাকরি করলেও চাকরি হারালে কোন ধরনের প্রাপ্য ছাড়াই গাড়ির চাবি মালিকের হাতে তুলে দিয়ে চলে যেতে হয়। গাড়ি চালানো এমন পেশা যেখানে গতি, নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুর দায়িত্ব চালকেরউপর কিন্তু চালকের চাকরির নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। যেখানে যৌবনে জীবিকার অনিশ্চয়তা আর বৃদ্ধ বয়সে সেখানে অন্ধকার ভবিষ্যত।

দেশের অর্থনীতিতে হালকা যান বাহন চালকদের ভূমিকা

হালকা যান চালকরা গাড়ি চালানো শেখে নিজের উদ্যোগে, নিজের টাকায়। নিজের কর্মসংস্থান করার উদ্যোগ তারা নিজেরাই গ্রহণ করে থাকে। বেকারদের কর্মসংস্থানের কত ধরনের উদ্যোগের কথা শোনা যায় কিন্তু গাড়ি চালকদের ক্ষেত্রে তার কোন পদক্ষেপ নেই। বরং ৮ লাখ গাড়িচালক নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিজেরা যেমন করে তেমনি পরিবারের দায়ীত্ব পালন করার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি সাধারণ হিসাবে দেখা যায়, মাসে গড়ে ১৫ হাজার টাকা আয় করলে ৮ লাখ হালকা গাড়ি চালক বছরে আয় করে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা। এ টাকায় তারা জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাল-ডাল, তেল, মাছ-মাংস, কাপড়-জুতা-ওষুধ কেনে। কিছু টাকা বাবা-মার ভরণপোষণের জন্য গ্রামে পাঠায়, সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এর ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার চাঙ্গা থাকে, অর্থনীতিতে গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র গাড়িচালকদের জন্য কিছুই করে নাই। ড্রাইভিং লাইসেন্স নেয়া থেকে ট্রাফিক আইনে জরিমানা দেয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগারে টাকা দেয় চালকরা। সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতিতে গাড়ি চালকদের ভূমিকা সামান্য নয়।

নেতৃবৃন্দ, হালকা যানবাহন চালকদের শ্রম আইনে সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রিয় উদ্যোগে হালকা যানবাহন চালকদের জন্য ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা এবং দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের আহবান জানান। নেতৃবৃন্দ, ইউনিয়নের উত্থাপিত দাবি সমুহ–'গাড়িচালকদের নিয়োগপত্র; পরিচয়পত্র দেয়া এবং নিয়োগপত্রের সাথে চাকরির শর্ত উল্লেখ থাকা; প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দক্ষ চালক সৃষ্টি করা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া যথাযথ ও সহজ করা; মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করা; পেশাগত অসুস্থতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; ভবিষ্যত তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়া যাতে বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তা থাকে; পুলিশি হয়রানি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া' গ্রহনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান